সারাংশ-Basic Economics

Thomas Sowell

বিষয় সূচি

অধ্যায় **1:** অর্থনীতি কী**?** পৃষ্ঠা-৪
অংশ **I:** মূল্য এবং বাজার
অধ্যায় **2:** মূল্যগুলির ভূমিকা পৃষ্ঠা-৬
অধ্যায় **3:** মূল্য নিয়ন্ত্রণ পৃষ্ঠা-৮
অধ্যায় **4:** মূল্যগুলির একটি পর্যালোচনা পৃষ্ঠা-৯

অংশ **II:** শিল্প এবং বাণিজ্য
অধ্যায় **5:** ব্যবসাগুলির উত্থান এবং পতন পৃষ্ঠা-১৪
অধ্যায় **6:** লাভ এবং ক্ষতির ভূমিকা পৃষ্ঠা-১৬
অধ্যায় **7:** বড় ব্যবসাগুলির অর্থনীতি পৃষ্ঠা-১৮
অধ্যায় **8:** নিয়ন্ত্রণ এবং অ্যান্টি-ট্রাস্ট আইন পৃষ্ঠা-২০
অধ্যায় **9:** বাজার এবং অ-বাজার অর্থনীতি পৃষ্ঠা-২২

অংশ **III:** শ্রম এবং বেতন
অধ্যায় **10:** উৎপাদনশীলতা এবং বেতন পৃষ্ঠা-২৪
অধ্যায় **11:** ন্যূনতম বেতন আইন পৃষ্ঠা-২৬
অধ্যায় **12:** শ্রম বাজারে বিশেষ সমস্যা পৃষ্ঠা-২৮

অংশ **IV:** সময় এবং ঝুঁকি
অধ্যায় **13:** বিনিয়োগ পৃষ্ঠা-৩০
অধ্যায় **14:** স্টক, বন্ড এবং বিমা পৃষ্ঠা-৩২
অধ্যায় **15:** সময় এবং ঝুঁকির বিশেষ সমস্যা পৃষ্ঠা-৪৩

অংশ **V:** জাতীয় অর্থনীতি
অধ্যায় **16:** জাতীয় উৎপাদন পৃষ্ঠা-৪৫
অধ্যায় **17:** মুদ্রা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা পৃষ্ঠা-৪৮
অধ্যায় **18:** সরকারি কাজ পৃষ্ঠা-৪৯
অধ্যায় **19:** সরকারি অর্থনীতি পৃষ্ঠা-৫১
অধ্যায় **20:** জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ সমস্যা পৃষ্ঠা-৫৫

অংশ **VI:** আন্তর্জাতিক অর্থনীতি
অধ্যায় **21:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পৃষ্ঠা-৫৭
অধ্যায় **22:** আন্তর্জাতিক অর্থ স্থানান্তর পৃষ্ঠা-৫৯
অধ্যায় **23:** আন্তর্জাতিক সম্পত্তিতে বৈষম্য পৃষ্ঠা-৬১

অংশ **VII:** বিশেষ অর্থনৈতিক বিষয়
অধ্যায় **24:** বাজারের সম্পর্কে মিথক পৃষ্ঠা-৬২
অধ্যায় **25: "**অর্থনৈতিক নয়**"** মূল্য পৃষ্ঠা-৬৩
অধ্যায় **26:** অর্থনীতির ইতিহাস পৃষ্ঠা-৬৪
অধ্যায় **27:** বিদায়ের চিন্তা পৃষ্ঠা-৬৫

অধ্যায় ১

অর্থনীতি কী?

অর্থনীতির মানে

অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা আমাদের শেখায় কিভাবে সঠিকভাবে টাকা এবং জিনিসপত্র ব্যবহার করতে হয়। এটি বোঝা সকলের জন্য জরুরি, যেমন একজন কৃষক বা একজন ব্যবসায়ী—সবাইকে জানতে হবে কিভাবে টাকা এবং জিনিসগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়।

সংবাদ এবং অর্থনৈতিক ঘটনা

আমরা প্রায়শই খবরের মাধ্যমে শুনি যে কোনও দেশের অর্থনীতি কেমন চলছে। কিন্তু এই ঘটনাগুলোর কারণ এবং ভবিষ্যতে কী হতে পারে, তা বোঝা কঠিন হতে পারে।

অর্থনৈতিক তত্ত্ব

অর্থনৈতিক তত্ত্ব বলতে সেই নিয়ম এবং ধারণাগুলিকে বোঝায় যা ব্যাখ্যা করে জিনিসগুলো কিভাবে কাজ করে। এই তত্ত্বগুলো খুব জটিল নয়, কিন্তু কখনও কখনও ভাষার কারণে এগুলো কঠিন মনে হতে পারে।

উদাহরণ

ধরো, এমন এক সময় ছিল যখন মানুষ গমের বদলে যব চাষ করত। এভাবেই বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক তত্ত্ব কাজ করে। যেমন, এক দেশে জিনিসের দাম বাড়তে পারে, আর অন্য দেশে দাম কমতে পারে।

অর্থনীতির গুরুত্ব

অর্থনীতি আমাদের শেখায় কিভাবে টাকা এবং জিনিসপত্র সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, যাতে আমরা আমাদের জীবনে উন্নতি করতে পারি। যেমন, যখন ভারত এবং চীন তাদের অর্থনৈতিক নীতিতে পরিবর্তন করেছিল, তখন তাদের অর্থনীতি দ্রুত বেড়েছিল এবং অনেক মানুষ দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেয়েছিল।

দামের ভূমিকা

দাম বলে দেয় যে কোনও জিনিসের কত চাহিদা এবং কত সরবরাহ আছে। যদি কোনও জিনিসের চাহিদা বেশি এবং সরবরাহ কম হয়, তাহলে তার দাম বাড়ে। আর যদি জিনিসের সরবরাহ বেশি হয়, তাহলে তার দাম কমে যায়।

উদাহরণ

যদি কোনও দেশে বক্সাইট (একটি ধাতু) প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহলে এর ফলে অ্যালুমিনিয়ামের দাম কমতে পারে। আবার যদি ফসলের ক্ষতি হয়, তাহলে অন্য জায়গায় ফসলের চাহিদা বাড়ে এবং দামও বাড়ে।

উপসংহার
দাম শুধু সংখ্যা নয়। এগুলো বলে দেয় যে কোন জিনিসের কত ব্যবহার হবে। বাজারে প্রতিযোগিতাও দামকে প্রভাবিত করে এবং নির্ধারণ করে কোন পণ্য তৈরি করা উচিত আর কোনটি ছেড়ে দেওয়া উচিত।

অধ্যায় ৩
মূল্য নিয়ন্ত্রণ
মূল্য নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস খুব পুরোনো। এটি প্রাচীন মিশর, বাবিলের রাজা হামুরাবি, এবং প্রাচীন এথেন্সে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ কী?
যখন দামগুলো চাহিদা ও সরবরাহ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় না, বরং আইনি ভাবে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হয়, তখন সেটিকে মূল্য নিয়ন্ত্রণ বলে। এর মানে হলো সরকার বা কোনো সংস্থা জিনিসপত্রের দামকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ধরে রাখে।

কীভাবে ঘাটতি হয়?
যখন কোনো জিনিসের চাহিদা বেশি থাকে কিন্তু সরবরাহ কম থাকে, তখন তাকে ঘাটতি বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় বাসস্থানের ঘাটতি ছিল, যদিও বাসস্থানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর কারণ ছিল যে সরকার ভাড়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ চাপিয়ে দিয়েছিল, যার ফলে বাসস্থানের দাম খুব কমে গিয়েছিল, আর বেশি মানুষ বাসা নিতে চেষ্টা করেছিল, ফলে ঘাটতি দেখা দিয়েছিল।

ভাড়ার নিয়ন্ত্রণের প্রভাব
যখন ভাড়ার নিয়ন্ত্রণ চালু হয়, তখন মানুষ সস্তায় ফ্ল্যাট পেতে শুরু করে। এর ফলে, অনেক মানুষ বড় ফ্ল্যাটে থাকতে শুরু করে, এবং কিছু মানুষ ফ্ল্যাট ভাগাভাগি করে থাকতে থাকে। এতে ঘাটতি দেখা দেয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে কোনো ঘাটতি ছিল না। যখন ভাড়ার নিয়ন্ত্রণ সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন বেশি ফ্ল্যাট উপলব্ধ হয়ে যায় এবং নতুন ফ্ল্যাট তৈরি হতে শুরু করে।

সংগ্রহ (Hoarding)
যখন মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ হয়, তখন মানুষ ভবিষ্যতের জন্য বেশি জিনিস মজুদ করে রাখে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৭০-এর দশকে গ্যাসোলিনের ঘাটতির সময়, মানুষ বেশি গ্যাস সংগ্রহ করেছিল, যার ফলে গ্যাসোলিনের সরবরাহ কমে যায়।

কালো বাজার (Black Market)
যখন মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে কিছু লেনদেন অবৈধ হয়ে যায়, তখন কালো বাজারের সৃষ্টি হয়। কালো বাজারে দাম বেশি থাকে কারণ সেখানে আইনি ঝুঁকি থাকে।

গুণগত মানের অবনতি (Quality Deterioration)
মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে গুণগত মানের অবনতি হতে পারে। যদি আপেলের দাম নিয়ন্ত্রিত হয়, তবে বিক্রেতা খারাপ আপেলও বিক্রি করতে পারে, কারণ সব আপেল বিক্রি হয়ে যাবে।

অধিক সরবরাহ কী?
অধিক সরবরাহ তখন ঘটে যখন দাম এত বেশি থাকে যে সরবরাহ বেশি এবং চাহিদা কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার সময়, আমেরিকান সরকার ফসলের অধিক সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে, যার ফলে খাদ্যের দাম বেশি থাকে এবং কিছু খাদ্য নষ্ট করা হয়েছিল।

মূল্য নিয়ন্ত্রণের রাজনীতি
মূল্য নিয়ন্ত্রণকে প্রায়শই "ত্বরিত সমাধান" হিসাবে তুলে ধরা হয়, কিন্তু এর অনেক গুরুতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রভাব থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আর্জেন্টিনা এবং জিম্বাবোয়েতে মূল্য নিয়ন্ত্রণের কারণে সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

সংক্ষেপে
মূল্য নিয়ন্ত্রণ থেকে কখনও কখনও সমস্যা হতে পারে, যেমন ঘাটতি, কালো বাজার, এবং গুণগত মানের অবনতি। মূল্য নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে, দাম ঠিক করাই সঠিকভাবে সম্পদের বন্টন করে।

তাই, মূল্য নিয়ন্ত্রণকে বোঝা এবং এর প্রভাব সম্পর্কে জানা গুরুত্বপূর্ণ, যাতে সঠিক নীতিমালা তৈরি করা যায়।

অধ্যায় ৪
মূল্য নির্ধারণের পর্যালোচনা

অনেক সময় আমরা ভাবি কিছু অর্থনৈতিক ব্যাপার খুব সহজ, কিন্তু এগুলো বোঝা খুবই দরকারি। যেমন নিউটন দেখেছিলেন আপেল কীভাবে পড়ে, কিন্তু তার খ্যাতি ছিল এর কারণ বোঝার জন্য। একইভাবে, যখন দাম বাড়ে, মানুষ কম জিনিস কেনে, আর যখন দাম কমে, মানুষ বেশি জিনিস কেনে।

অর্থনীতি মানে হল আমাদের সীমিত সম্পদের সঠিক ব্যবহার শেখা। এটা ভালো বা খারাপ নিয়ে নয়, বরং কীভাবে এক জিনিস আরেক জিনিসকে প্রভাবিত করে তা বোঝা। যখন আমরা এটা বুঝি, তখন সঠিক নীতি তৈরি করা সম্ভব হয়।

একটি উদাহরণ হল, গরিব এলাকায় দাম বেশি হয় কারণ সেখানে ব্যবসা চালানো কঠিন এবং ব্যয়বহুল। নিরাপত্তার সমস্যা আর অপরাধের কারণে খরচ বেড়ে যায়। তাই গরিব মানুষদের বেশি খরচ করতে হয়।

অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান শুধু মানুষকে দোষ দিয়ে করা যায় না। সিস্টেমকে ভালোভাবে বুঝে, সঠিক নিয়ম তৈরি করলেই সমস্যা সমাধান করা যায়।

অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল "প্রথমে, ক্ষতি করবেন না।" এর মানে, আমাদের নীতি দ্বারা কারও ক্ষতি না হয় তা দেখতে হবে। এর মাধ্যমে আমরা ভালো নিয়ম তৈরি করতে পারি এবং গরিব মানুষদের সাহায্য করতে পারি।

যখন আমরা অর্থনীতি ভালোভাবে বুঝি, তখন দেখি যে ছোট জিনিস বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। যেমন পৃথিবীর অক্ষের সামান্য হেলে থাকা একটি সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু এর ফলে ঋতুর পরিবর্তন হয়।

কোনো এক ব্যক্তিকে দোষারোপ না করে, পুরো সিস্টেমকে বোঝা দরকার। যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে খনির যন্ত্রের অভাব একটি সিস্টেমের সমস্যার কারণে ছিল, কোনো এক ব্যক্তির কারণে নয়।

উৎসাহ বা প্রণোদনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মানুষকে কাজ করতে উৎসাহিত করে। যেমন, একজন ওয়েট্রেস তার টিপসের জন্য ভালো কাজ করে। যদি উৎসাহ না থাকে, তাহলে পরিষেবা খারাপ হতে পারে।

অভাব মানে হল, সবার ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব নয়। প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক কারণ সম্পদ সীমিত। আমাদের প্রতিযোগিতাকে ভয় পাওয়া উচিত নয়, বরং তা বোঝা উচিত।

সরকারের নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে, বাজারের মাধ্যমে মূল্য নির্ধারণ করা হলে সম্পদের সঠিক ব্যবহার হয়। যখন সরকার কোনো জিনিসের দাম ঠিক করে দেয়, তখন সমস্যা হতে পারে, যেমন ভাড়ার নিয়ন্ত্রণের ফলে বাসস্থানের অভাব।

ধীরে ধীরে পরিবর্তন মানে হল আমরা ধীরে ধীরে জিনিস পরিবর্তন করি, একবারে নয়। এর জন্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হয়।

অধ্যায় ৫
ব্যবসার উত্থান ও পতন

ব্যবসা এবং তার জীবনযাত্রা

আমরা প্রায়ই ভাবি যে ব্যবসা শুধু টাকা আয় করার জন্যই হয়, কিন্তু এটি সবসময় সত্য নয়।

অনেক সময় ব্যবসা ভালোভাবে শুরু হয়, কিন্তু কিছু সময় পরে বন্ধ হয়ে যায়। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা আমাদের শেখায় যে ব্যবসা সবসময় একই রকম থাকে না, বরং তারা পরিবর্তিত হয়।

পরিবর্তন এবং সামঞ্জস্য
আমরা প্রায়ই বড় বড় সফল কোম্পানির কথা শুনি, যেমন মাইক্রোসফট এবং সনি। কিন্তু অনেক কোম্পানি আছে যারা সফল হয় না। যেমন, A & P একসময় আমেরিকার সবচেয়ে বড় গ্রোসারি চেইন ছিল, কিন্তু এখন সেটা খুব ছোট হয়ে গেছে। এটি দেখায় যে ব্যবসা এবং শিল্প সবসময় পরিবর্তিত হয়।

লাভ এবং ক্ষতি
কোম্পানিগুলো লাভ ও ক্ষতির সম্মুখীন হয়। যখন কোনো কোম্পানি ভালো করে, তখন সে লাভ পায়, আর যখন ঠিকভাবে কাজ করে না, তখন ক্ষতি হয়। এর ফলে কোম্পানিগুলো শিখতে পারে কীভাবে তাদের সম্পদ ঠিকভাবে ব্যবহার করতে হয়।

সামাজিক পরিবর্তন
A & P-এর উত্থান ও পতন সমাজে কি ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে তা দেখায়। যখন A & P ক্ষতির সম্মুখীন হয়, এর কারণ ছিল যে মানুষ বড় সুপারমার্কেটগুলোর দিকে বেশি ঝুঁকেছিল, আর ছোট দোকানের দিকে কম।

জ্ঞান এবং অন্তর্দৃষ্টি
জ্ঞান এবং বোঝাপড়া খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে কোম্পানি সঠিক তথ্য এবং বোঝাপড়া রাখে, তারা তাদের সম্পদ ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে। যেমন স্যাম ওয়াল্টন খুচরা ব্যবসা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে ওয়ালমার্টকে সফল করতে পেরেছিলেন।

রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং বাজার
রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নতুন ধারণা প্রয়োগ করা কঠিন। কিন্তু মুক্ত বাজারে আপনাকে কাউকে রাজি করানোর দরকার হয় না। আপনাকে শুধু বাজারে প্রতিযোগিতা করতে হয় এবং সবচেয়ে ভালো কাজ করতে হয়।

প্রযুক্তির পরিবর্তন
প্রযুক্তিতেও পরিবর্তন ঘটে। যেমন আগে টেলিভিশন ক্যাথোড রে টিউবের উপর ভিত্তি করে তৈরি হতো, কিন্তু এখন এলসিডি এবং প্লাজমা স্ক্রিন চলে এসেছে। একইভাবে, Kodak কোম্পানি ডিজিটাল ক্যামেরার আবির্ভাবে পিছিয়ে পড়েছে।

ব্যবসায়িক নেতৃত্ব
একটি কোম্পানির নেতৃত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিভিন্ন নেতৃত্ব শৈলী কোম্পানির সাফল্যে প্রভাব

ফেলে। যেমন রে ক্রোক ম্যাকডোনাল্ডসকে সফল করেছেন, আর হ্যারি সোনেনবর্ন কোম্পানির আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন।

সামগ্রিকভাবে, ব্যবসায়িক নেতৃত্ব এবং প্রযুক্তির উন্নতি মানুষের জীবনমানের উপর বড় প্রভাব ফেলে। যেমন জন ডি. রকফেলার পেট্রোলিয়াম শিল্পে পরিবর্তন এনে কেরোসিনের দাম কমিয়ে দিয়েছিলেন, যার ফলে মানুষ রাতে আলো পেতে পেরেছিল।

অধ্যায় ৬
লাভ এবং ক্ষতির ভূমিকা

ব্যবসা এবং টাকা
যখন আমরা ব্যবসার কথা ভাবি, তখন মনে হয় এটি শুধু টাকা আয় করার জন্য হয়। কিন্তু আসলে তা নয়। ব্যবসা চালানো খুব কঠিন কাজ, এবং কখনও কখনও কোম্পানি বন্ধও হয়ে যায়। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা আমাদের শেখায় যে ব্যবসা সবসময় স্থির থাকে না, বরং পরিবর্তিত হয়।

টাকার গুরুত্ব
রকফেলারের মতো ব্যবসায়ীরা তেল বিক্রি করে টাকা আয় করেন। তিনি তেলকে মাটির গভীর থেকে বের করে সস্তায় মানুষের কাছে পৌঁছানোর উপায় খুঁজে বের করেছিলেন। ব্যবসায়ে লাভ মানে টাকা উপার্জন করা খুব ভালো, কিন্তু ক্ষতি বা লোকসানও হয়। এই দুইটি বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তারা আমাদের শেখায় কীভাবে আমাদের টাকা এবং সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে হয়।

লাভ এবং ক্ষতি
যখন একটি কোম্পানি তার খরচ কমায়, তখন অন্য কোম্পানিগুলোও এমন করার চেষ্টা করে। যেমন, ওয়াল-মার্ট সস্তা দামে পণ্য বিক্রি করা শুরু করে এবং খুব বড় হয়ে যায়। এর ফলে কেবল ওয়াল-মার্টের গ্রাহকরাই খুশি হয়নি, বরং অন্য দোকানের গ্রাহকরা ও উপকৃত হয়েছেন।

সামাজিকতান্ত্রিক অর্থনীতি
সামাজিকতান্ত্রিক দেশগুলিতে, যেখানে সবকিছু সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়, সেখানে লাভের অভাব থাকে। এর ফলে কোম্পানিগুলোকে তাদের পণ্য দামি করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, সোভিয়েত ইউনিয়নে কোম্পানিগুলোকে নিজেদের পণ্য তৈরি করতে হতো, **জবকি** অন্য দেশগুলি সস্তায় তৈরি করতে পারত।

বড় কোম্পানি এবং ছোট কোম্পানি
বড় কোম্পানির মাঝে অনেক সময় সমস্যা দেখা দেয়, যার ফলে পণ্য দামি হয়ে যায়। অন্যদিকে, ছোট কোম্পানিগুলো দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং দ্রুত পরিবর্তন করতে পারে।

মধ্যস্থ
কখনও কখনও আমাদের পণ্যগুলি সরাসরি পাওয়া যায় না, কারণ মাঝখানে কিছু মানুষ থাকে যারা পণ্যগুলি আমাদের কাছে পৌঁছে দেয়। এই মানুষগুলো "মধ্যস্থ" হয় এবং তাদের কাজ খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারা পণ্যগুলি সঠিকভাবে এবং দ্রুত পৌঁছে দেয়।

উৎপাদন খরচ
যখন একটি কোম্পানি বড় পরিমাণে পণ্য তৈরি করে, তখন প্রতিটি পণ্যের খরচ কমে যায়। কিন্তু খুব বড় কোম্পানির মাঝে অনেক সময় ব্যবস্থাপনার সমস্যা দেখা দেয়, যা খরচ বাড়িয়ে দেয়।

নিষ্কর্ষ
ব্যবসায়ে লাভ এবং ক্ষতি উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। লাভ কোম্পানিগুলোকে ভালো কাজ করার উৎসাহ দেয়, আর ক্ষতি তাদের উন্নতির সুযোগ দেয়। সুতরাং, একটি ভালো ব্যবসা চালানোর জন্য সঠিক জ্ঞান এবং বোঝাপড়া খুব দরকার।

অধ্যায় ৭
বড় কোম্পানির অর্থনীতি

বড় কোম্পানি এবং বাজারের জগতে কিছু জটিল বিষয় রয়েছে, কিন্তু আমরা এটিকে সহজ ভাষায় বুঝিয়ে বলবো।

বড় কোম্পানিগুলি: কখনও কখনও বড় ব্যবসা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। যেমন, ওয়াল-মার্ট, যা অনেক পণ্য বিক্রি করে, কিন্তু বাজারের শুধু একটি অংশই দখল করে। অপরদিকে, মাইক্রোসফট অনেকগুলি কম্পিউটার অপারেটিং সিস্টেম বিক্রি করে। এই দুই কোম্পানি বড়, কিন্তু তারা আলাদা আলাদা উপায়ে বড়।

কর্পোরেশন: কর্পোরেশন হলো এমন কোম্পানি যাদের আলাদা আইনগত নাম থাকে। এর ফলে মালিকদের দায়িত্ব কমে যায়। এর মানে হলো, যদি কোম্পানির কোনো ক্ষতি হয়, তবে মালিক তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হারানোর ঝুঁকিতে পড়েন না। এছাড়াও, কর্পোরেশন অনেক বড় প্রকল্পকে পরিচালনা করতে পারে।

কর্পোরেট গভর্নেন্স: বড় কোম্পানিগুলি পরিচালনা করে একটি বোর্ড অফ ডিরেক্টরস। কখনও কখনও, ব্যবস্থাপনা এবং মালিকদের মধ্যে দুরত্ব থাকে, কিন্তু অনেক লোক নিরীক্ষণের ছাড়াই লাভ নিতে চায়।

কর্মকর্তা বেতন: বড় কোম্পানির CEOs-দের খুব ভালো বেতন হয়। ২০১০ সালে, বড় CEOs-এর গড় বেতন ছিল $১০ মিলিয়ন। এটি খুব বেশি, কিন্তু কিছু লোক এটিকে অত্যধিক মনে করেন। যদি কোনো CEO ঠিকমত কাজ না করে, তবে তাকে দ্রুত সরিয়ে দেওয়া হয়।

একাধিকার এবং কার্টেল: কখনও কখনও, একটি কোম্পানি পুরোপুরি একটি পণ্য বা সেবার সরবরাহ করে, যাকে একাধিকার বলা হয়। কিছু কোম্পানি একসাথে মিলিত হয়ে দাম নির্ধারণ করে, যাকে কার্টেল বলা হয়। এই উভয়ই বাজারে সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে, যেমন দাম বাড়িয়ে দেওয়া।

সরকারি আইন: সরকার এই সমস্যাগুলি রোধ করার জন্য নিয়ম তৈরি করে। যেমন, পুরনো সময়ে মন্টগোমারি ওয়ার্ডের মতো কোম্পানিগুলি ট্রাস্ট এবং কার্টেলের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতা করে এবং লোকদের কম দামে পণ্য বিক্রি করত।

নিষ্কর্ষ: বড় কোম্পানিগুলি এবং তাদের কার্যকলাপ আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলে। তাই, আমাদের তাদের কার্যকলাপের দিকে নজর রাখতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে বাজারে সঠিক প্রতিযোগিতা বজায় থাকে।

অধ্যায় ৮
নিয়ামক এবং অ্যান্টি-ট্রাস্ট আইন

প্রতিযোগিতা এবং আইনের সহজ কথা

প্রতিযোগিতা কি? প্রতিযোগিতা তখন ঘটে যখন অনেক কোম্পানি এক ধরনের জিনিস বিক্রি করে এবং একে অপরের সাথে লড়াই করে। যেমন, অনেক দোকান আছে যারা একই ধরনের খেলনা বিক্রি করে এবং প্রতিটি দোকান চেষ্টা করে যে তাদের খেলনা সবচেয়ে ভালো হোক।

সরকার এবং একাধিকার: অনেক দিন আগে, মার্কিন সরকার ভাবল যে কিছু কোম্পানি এত বড় হয়ে গেছে যে তারা সবকিছু নিজেদের মতো করে করতে শুরু করেছে। এজন্য সরকার নিয়ম তৈরি করল যাতে এই বড় কোম্পানিগুলো তাদের ইচ্ছামতো দাম বাড়াতে না পারে।

নিয়ামক কমিশন কি করে? একটি নিয়ামক কমিশন হচ্ছে একটি ধরনের গার্ড যা দেখে কোম্পানিগুলি সঠিক দাম নিচ্ছে কি না। যদি কোনো কোম্পানি খুব দামি জিনিস বিক্রি করে, তাহলে এই কমিশন তাকে সঠিক দামে নিয়ে আসার চেষ্টা করে।

নিয়ামক সংস্থার সমস্যাসমূহ: কখনও কখনও, এই সংস্থাগুলির জন্য বোঝা কঠিন হয় যে দাম কিভাবে নির্ধারণ করা হয়। কিছু সময় পরে, কোম্পানিগুলি এই সংস্থাগুলিকে প্রভাবিত করতে শুরু করে এবং এর ফলে ভুল সিদ্ধান্ত হতে পারে।

অ্যান্টি-ট্রাস্ট আইন: অ্যান্টি-ট্রাস্ট আইনের কাজ হচ্ছে কোম্পানিগুলি একসাথে মিলিত হয়ে দাম না বাড়াতে। কিন্তু কখনও কখনও এই আইনগুলি সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয় না এবং এতে ছোট ব্যবসাগুলোর ক্ষতি হতে পারে।

"Predatory Pricing" কি? কখনও কখনও বড় কোম্পানিগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে খুব সস্তা দামে জিনিস বিক্রি করে যাতে ছোট কোম্পানিগুলি লড়াই করতে না পারে। যখন ছোট কোম্পানিগুলি বন্ধ হয়ে যায়, তখন বড় কোম্পানিগুলি দাম বাড়িয়ে দেয়।

আইনের সুবিধা এবং অসুবিধা: অ্যান্টি-ট্রাস্ট আইন আমাদের সাহায্য করে যাতে কোম্পানিগুলি একে অপরের সাথে সঠিকভাবে প্রতিযোগিতা করে এবং দাম ঠিক রাখে। কিন্তু কখনও কখনও এই আইনের কারণে সমস্যাও তৈরি হয় এবং কোম্পানিগুলি ঠিকমত কাজ করতে পারে না।

অধ্যায় ৯
বাজার এবং অ-বাজার অর্থনীতি

বাজার এবং অ-বাজার বিষয়গুলো

বাজার কি? বাজার হল একটি জায়গা যেখানে মানুষ তাদের জিনিস বিক্রি এবং কেনে। যেমন, যখন আপনি আপনার খেলনা কাউকে বিক্রি করেন বা চকোলেট কিনেন, তখন আপনি বাজারে আছেন। এটি একটি সাধারণ উপায় যার মাধ্যমে মানুষ জিনিস কিনে এবং বিক্রি করে।

অ-বাজার বিষয়গুলো: কিছু মানুষ এবং জায়গায় টাকা ছাড়া জিনিস এবং পরিষেবা দেওয়া হয়। যেমন, যখন মানুষ একসাথে রান্না করে বা পারস্পরিক সাহায্য করে, এটি অ-বাজার পদ্ধতি। পুরানো সময়ে মানুষ এমনটাই করত, এবং আজও কিছু জায়গায় এভাবে হয়।

বাজার এবং অ-বাজারের মধ্যে পার্থক্য: ব্যবসায় মানুষ জিনিস বিক্রি এবং কেনার জন্য টাকা ব্যবহার করে। এর ফলে জিনিস দ্রুত এবং ভাল দামে পাওয়া যায়। যেমন, দোকানে গিয়ে আপনি ভালো জিনিস পান। কিন্তু অ-বাজার পদ্ধতিতে টাকা ব্যবহার হয় না, এবং এর ফলে কখনও কখনও জিনিসের গুণমান কম হতে পারে।

সরকারি এবং বেসরকারি পরিষেবা: কখনও কখনও সরকারি জায়গায়, যেমন রেলওয়ে বা ব্যাংক, আপনাকে খুব ভালো পরিষেবা নাও মিলতে পারে কারণ সেখানে প্রতিযোগিতা নেই। অন্যদিকে, বেসরকারি কোম্পানিগুলো যেমন McDonald's এবং Wendy’s, তাদের

গ্রাহকদের ভালোভাবে পরিষেবা দেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করে কারণ তাদের গুণমান বজায় রাখতে হয়।

সারাংশ: বাজার এবং অ-বাজার পদ্ধতি আলাদা। বাজারে মানুষ প্রতিযোগিতা করে, যার ফলে জিনিস এবং পরিষেবাগুলি ভালো হয়। কিন্তু অ-বাজার পদ্ধতিতে প্রায়ই গুণমান কম হতে পারে কারণ সেখানে প্রতিযোগিতা নেই।

অধ্যায় ১০
উৎপাদনশীলতা এবং বেতন

কাম এবং বেতন
মানুষের কাজ: যখন আমরা কাজ করি, তখন আমরা পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করি। আজকাল মানুষ তাদের কাজের জন্য টাকা পান, যা তাদের ভালো জীবন যাপন করতে সাহায্য করে। কিন্তু পুরানো সময়ে, মানুষকে কাজ করতে বাধ্য করা হত, যেমন দাস বা গৃহকর্মী।

উৎপাদনশীলতা কি? উৎপাদনশীলতা মানে, কোনো কাজ কত দ্রুত এবং কত ভালোভাবে করা হচ্ছে। যদি একজন ব্যক্তির কাছে ভালো যন্ত্র থাকে, তবে তিনি বেশি এবং ভালো কাজ করতে পারেন। যেমন, পুরানো সময়ে জাপানের মিলগুলিতে কাজ করা লোকেরা বেশি দক্ষ ছিল কারণ তাদের কাছে ভালো ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ছিল।

বেতন এবং আয়: বেতন হল সেই টাকা যা আমরা কাজ করার জন্য পাই। এটি শুধু টাকা নয়, বরং আমাদের ভালো কাজ করার উৎসাহও দেয়। কখনও কখনও, মানুষ তাদের পরিশ্রম অনুযায়ী টাকা পায় না, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে তাদের আয় বাড়তে পারে।

বৈষম্যের মানে: বৈষম্য তখন ঘটে যখন মানুষের দক্ষতা বা কাজের ভিত্তিতে নয়, বরং তাদের রঙ, জাতি বা লিঙ্গের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হয়। যেমন, পুরানো সময়ে কিছু মানুষ শুধুমাত্র বিশেষ রঙ বা জাতির কারণে কাজ পেত না।

দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা: মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বেতন পায়। কখনও কখনও, মহিলাদের মাতৃত্ব ছুটির কারণে কম বেতন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যদি তারা সমান কাজ করেন, তবে তারা সমান বেতনও পেতে পারেন।

পুঁজির এবং শ্রমের প্রয়োজন: কাজের জন্য শুধু পরিশ্রম নয়, বরং কিছু জিনিসেরও প্রয়োজন হয়। যেমন, কৃষকের জন্য চাষের জন্য জমি এবং ট্যাক্সি ড্রাইভারের জন্য গাড়ির প্রয়োজন হয়। পুঁজি (যেমন যন্ত্র) এবং শ্রম (যেমন পরিশ্রম) মিলে কাজ করে।

উৎপাদনের দক্ষতা: দক্ষতা মানে, কাজ কত ভালোভাবে করা যায়। কখনও কখনও, বেশি টাকা খরচ করলেও কাজ দ্রুত এবং ভালো হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, লম্বা বাসগুলো দামি শ্রমের খরচ কমাতে পারে।

সারাংশ: কাজ করার মাধ্যমে আমরা টাকা পাই, যা আমাদের ভালো জীবন যাপন করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন লোক তাদের দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বেতন পায়। বৈষম্য এবং পুঁজির সঠিক ব্যবহার আমাদের আরও ভালো কাজ করতে সাহায্য করতে পারে।

অধ্যায় ১১
ন্যূনতম বেতন এবং বেকারত্ব

ন্যূনতম বেতন কি?
ন্যূনতম বেতন আইন মানে হল, কাজ করা মানুষেরা একটি নির্দিষ্ট ন্যূনতম পরিমাণের কম বেতন পাবে না। এর উদ্দেশ্য হল মানুষের বেশি টাকা দেওয়া, যাতে তারা ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

বেকারত্বের প্রভাব:
কিন্তু যদি বেতন খুব বেশি হয়, তবে কোম্পানিগুলি তাদের উপার্জনের জন্য টাকা বাঁচাতে কিছু লোককে কাজের জন্য নেয় না। এর ফলে বেকারত্ব বাড়তে থাকে, বিশেষ করে নতুন বা কম অভিজ্ঞ মানুষের মধ্যে।

উদাহরণ:

- স্বিটজারল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুর: এই দেশগুলিতে ন্যূনতম বেতন আইন নেই, এবং এখানে বেকারত্বের হার কম।
- জার্মানি এবং কানাডা: এখানে ন্যূনতম বেতন বেশি, এবং তাই বেকারত্বও বেশি।
- তৃতীয় বিশ্বের দেশ: এখানে কোম্পানিগুলি বেশি বেতন দেওয়ার জন্য বাধ্য হয়, ফলে বেকারত্ব বাড়ে।

কে প্রভাবিত হয়?
ন্যূনতম বেতন আইনগুলির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে তাদের উপর যারা তরুণ, নতুন বা কম দক্ষ। যেমন, অস্ট্রেলিয়াতে ১৯৭৮ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত, ২৫ বছর থেকে কম বয়সীদের বেকারত্বের হার সবসময় বেশি ছিল।

জাতিগত এবং বর্ণগত প্রভাব:
কখনও কখনও, ন্যূনতম বেতন আইনগুলির প্রভাব জাতিগত এবং বর্ণগত গোষ্ঠীর উপরও

পড়ে। যেমন, ১৯৩০ এর দশকে আমেরিকাতে কৃষ্ণাঙ্গ কাজের মানুষের বেকারত্ব বেড়ে গিয়েছিল।

সারাংশ:
ন্যূনতম বেতন আইন মানুষকে বেশি টাকা দেওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু যখন বেতন খুব বেশি হয়ে যায়, তখন এটি বেকারত্ব বাড়াতে পারে, বিশেষ করে নতুন এবং কম দক্ষ মানুষের জন্য।

অধ্যায় ১২
শ্রম বাজারে বিশেষ সমস্যা

শ্রম বাজারের সমস্যা:
শ্রম বাজারের সমস্যা অর্থনৈতিক সমতা এবং দারিদ্র্য নির্মূলের জটিল দিকগুলি তুলে ধরে। শ্রমের ব্যবহার, যেমন লোহা বা গমের বস্তা, সহজে দেখা যায় না, কারণ এতে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ জড়িত থাকে। এর পাশাপাশি, কাজের পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তা করা হয়, যা যন্ত্রপাতি বা কাঁচামালের প্রক্রিয়াকরণ পরিস্থিতির তুলনায় বেশি গভীর। শ্রমের সমস্যাগুলির মধ্যে চাকরির সুরক্ষা, সম্মিলিত চুক্তি, ব্যবসায়িক লাইসেন্সিং এবং শ্রমের "শোষণ" নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।

বেকারত্বের পরিসংখ্যান:
বেকারত্বের হার একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচক, কিন্তু এর সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। বেকারত্বের হার তাদের উপর ভিত্তি করে হয় যারা শ্রম বাজারে রয়েছেন এবং চাকরি খুঁজছেন। যদি মানুষ চাকরি খোঁজা বন্ধ করে দেয়, তবে তারা বেকারত্বের হারে অন্তর্ভুক্ত হয় না, ফলে হার কমে যেতে পারে, কিন্তু বেকার মানুষের সংখ্যা বাড়তে পারে।

বিভিন্ন দেশে বেকারত্বের তুলনা:
বিভিন্ন দেশে বেকারত্বের হার বিভিন্ন রকম দেখা যেতে পারে। যেমন, আইসল্যান্ডে ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী পুরুষদের ৮০ শতাংশের বেশি কাজ করে, যখন ফ্রান্সে এই সংখ্যা ৭০ শতাংশের কম। এর পিছনে শিক্ষা, সরকারি সুবিধা এবং অন্যান্য কারণ থাকতে পারে।

কাজের পরিস্থিতি:
কাজের পরিস্থিতি, যেমন কাজের ঘন্টা, নিরাপত্তা নিয়ম এবং বেতন, সরকারি এবং শ্রমিক ইউনিয়ন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। উচ্চ বেতন এবং ভালো কাজের পরিস্থিতি সাধারণত ব্যয়বহুল হয়, কিন্তু এগুলোকে উচ্চ শ্রম উৎপাদনশীলতার দৃষ্টিতে দেখা হয়।

নিরাপত্তা আইন:
নিরাপত্তা আইনগুলি কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এদের মধ্যে দীর্ঘ

সময় কাজ করার সীমা নির্ধারণের জন্য আইন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই আইনগুলি নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের পাশাপাশি পাবলিক নিরাপত্তাকেও বিবেচনায় নেয়।

শিশু শ্রম আইন:
শিশু শ্রম থেকে রক্ষা করার জন্য অনেক দেশে আইন তৈরি করা হয়েছে। তবে, কিছু দেশে এই আইনগুলি এখন অকার্যকর হতে পারে, যার ফলে যুবকরা নিরাপদ এবং আরামদায়ক কর্মস্থল থেকে বাইরে চলে যায়। এই পরিস্থিতি কখনও কখনও অন্যান্য স্বার্থের জন্যও উপকারী হতে পারে।

কাজের ঘন্টা:
আধুনিক শিল্প দেশগুলিতে কাজের ঘন্টার সর্বাধিক সীমা নির্ধারিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ফ্রান্সে মানক কাজের ঘন্টা প্রতি সপ্তাহে ৩৫ ঘন্টা এবং প্রতি বছর ২৫ দিনের বেতনসহ ছুটি বাধ্যতামূলক। যুক্তরাষ্ট্রে এরকম কোনো আইনগত প্রয়োজন নেই, যার ফলে গড় বার্ষিক কাজের ঘন্টা বেশি হতে পারে। ছোট কাজের সপ্তাহের পরামর্শ কখনও কখনও বেকারত্বের হার কমানোর জন্য দেওয়া হয়।

সামষ্টিক চুক্তি:
সামষ্টিক চুক্তি একটি প্রক্রিয়া যেখানে শ্রমিক সংগঠনগুলির মাধ্যমে শ্রমিকেরা তাদের কাজের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেন। নিয়োগকর্তা সংগঠনও সম্মিলিতভাবে বেতন এবং কাজের শর্ত নির্ধারণ করতে পারে। সামষ্টিক চুক্তির ফলস্বরূপ বেতন অনুকূলভাবে বাড়তে বা কমতে পারে, যা সামগ্রিক অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে।

শোষণ:
শোষণের ধারণা প্রায়শই তাদের দামকে নিন্দা করার জন্য ব্যবহৃত হয় যা কারো অভ্যন্তরীণ অনুভূতির প্রতিফলন করে। বাস্তবে, শোষণের পরিস্থিতি তখন তৈরি হয় যখন মানুষ উৎপাদন এবং বিতরণে তাদের অবদানের জন্য সঠিক ক্ষতিপূরণ পায় না। অনেক সময় এটি বাজারের প্রতিযোগিতা এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মোকাবিলা করা হয়।

সারসংক্ষেপ:
শ্রম বাজারের সমস্যা এবং তাদের সমাধান বিভিন্ন দেশ, নিয়োগকর্তা এবং শ্রমিকদের মধ্যে আলাদা হতে পারে। এই সমস্যাগুলির প্রভাব কেবল কর্মচারীদের জীবনমানেই নয়, বরং পুরো অর্থনীতির উপরও পড়ে।

অধ্যায় ১৩
নিবেশ (Investment)

একসময়, নিউইয়র্কের গ্রীনউইচ গ্রামে একজন পর্যটক একজন রাস্তার শিল্পীর কাছে তার ছবি আঁকার জন্য গিয়েছিলেন। ছবি খুব সাধারণ ছিল এবং এর জন্য $100 দেওয়া হয়েছিল। পর্যটক বলল, "এটা অনেক দামি, কিন্তু এটা একটি সুন্দর ছবি। কিন্তু সত্যি বলতে, আপনার এটা বানাতে মাত্র পাঁচ মিনিট লেগেছে।"
শিল্পী উত্তর দিল, "কুড়ি বছর এবং পাঁচ মিনিট।"
শিল্পীর মানে ছিল যে এই ছবিটি আঁকতে কুড়ি বছরের অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতা লেগেছে, কেবল পাঁচ মিনিট নয়। যখনই আমরা কিছু শিখি বা কাজের উন্নতি করি, সেটি সময় নেয়। এটিই হচ্ছে নিবেশ—আজ কিছু ত্যাগ করে ভবিষ্যতে ভালো ফল পাওয়া।

নিবেশের প্রকারভেদ (Kinds of Investments)
নিবেশ বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। এতে টাকা, সময় এবং পরিশ্রম অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একটি স্টিল মিলের নিবেশ করার মানে হচ্ছে আমাদের যন্ত্রপাতি এবং কারখানা তৈরি করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে বেশি স্টিল তৈরি করা যায়। কখনও কখনও, এতে ঝুঁকিও থাকে—অর্থাৎ আমাদের জানি না যে আমাদের নিবেশ সফল হবে কিনা।

মানব পুঁজি (Human Capital)
মানব পুঁজি মানে হচ্ছে সেই জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা যা মানুষ তাদের জীবনে শিখে। যেমন, যদি কেউ অনেক সময় পড়াশোনা করে এবং অনেক কিছু শেখে, সেটাও একটি নিবেশ। কিন্তু কখনও কখনও, বেশি পড়াশোনা করাও দরকার নেই। অনেক সময়, মানুষ শুধু অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই অনেক কিছু শিখে।

অটকল (Speculations)
অটকল তখন ঘটে যখন মানুষ কিছু জিনিস কিনে যার মূল্য এখনও নির্ধারিত হয়নি। যেমন, কেউ ভাবছে যে ভবিষ্যতে একটি কোম্পানির মূল্য বাড়বে এবং সে সেই কোম্পানির শেয়ার কিনে। যদি কোম্পানি সফল হয়, তবে শেয়ারের মূল্য বাড়বে এবং সে টাকা উপার্জন করতে পারে। এটি একটি ধরনের আশা যে ভবিষ্যতে ভালো হবে।

এইভাবে, নিবেশ এবং অটকল আমাদের ভবিষ্যৎকে উন্নত করতে সাহায্য করে, কিন্তু এর সাথে ঝুঁকিও থাকে।

Chapter 14: स्टॉक्स, बांड्स और बीमा

जोखिम उठाना पूंजीवाद का मूल है। — वॉल स्ट्रीट जर्नल

आर्थिक गतिविधियों में अंतर्निहित जोखिम को कई तरीकों से निपटाया जा सकता है। पिछले अध्याय में वस्तु सट्टेबाजी और इन्वेंट्री प्रबंधन पर चर्चा की गई थी, इसके अलावा स्टॉक्स और बांड्स जैसे वित्तीय उपकरण भी हैं। ये आर्थिक गतिविधियाँ जोखिमों को

कानूनी दृष्टिकोण से अलग तरीके से संभालती हैं, जबकि उनके पीछे का अर्थशास्त्र समान होता है।

जब किसी संपत्ति का मूल्य समय के साथ बढ़ता है, इसे "पूंजीगत लाभ" कहा जाता है। यह आय का एक रूप है, लेकिन यह वेतन से अलग है क्योंकि यह तुरंत प्राप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक बांड जिसे तीस वर्षों के बाद नकद किया जा सकता है, उस अवधि में पूंजीगत लाभ केवल तब वास्तविकता बनता है जब संपत्ति बेची जाती है।

कुछ वित्तीय लेनदेन, जैसे कि सहेजने के खाते में पैसे डालना, आज के पैसे को भविष्य में अधिक पैसे के लिए व्यापार करना शामिल हैं। ब्याज का भुगतान इस बात का संकेत है कि आज का पैसा भविष्य के पैसे की तुलना में अधिक मूल्यवान है।

उन्नीसवीं सदी के ब्रिटिश औद्योगिकीकरण में, रेलवे कंपनियों ने बड़े पैमाने पर धन जुटाने के लिए बांड बेचे, जो स्थिरता पर जनता के विश्वास के कारण संभव था। लेकिन मुद्रास्फीति के बढ़ने से ब्याज दरें भी प्रभावित होती हैं।

बॉड्स और स्टॉक्स में भिन्नता है। जबकि बॉड्स कानूनी प्रतिबद्धता होती है, स्टॉक्स में कोई गारंटी नहीं होती कि व्यवसाय लाभ कमाएगा। बॉंडहोल्डर्स को कानूनी अधिकार होता है कि उन्हें वादा किया गया भुगतान मिले, जबकि स्टॉक्स के धारक केवल लाभ की संभावना पर निर्भर करते हैं।

जोखिम और समय
स्टॉक मार्केट में निवेश के समय जोखिम होता है, लेकिन लंबी अवधि में स्टॉक्स मुद्रास्फीति के साथ बढ़ सकते हैं। बांड्स अधिक स्थिर हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में उनका मूल्य घट सकता है।

बीमा
बीमा एक ऐसी प्रणाली है जो जोखिमों को स्थानांतरित और कम करती है। प्रीमियम के बदले, बीमा कंपनी विभिन्न दुर्घटनाओं के लिए मुआवजा देती है। यह सिद्धांत सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन आजकल बीमा शब्द का उपयोग कई अन्य कार्यक्रमों के लिए भी किया जाता है।

सारांश में, स्टॉक्स, बांड्स और बीमा विभिन्न प्रकार के वित्तीय उपकरण हैं जो जोखिमों को प्रबंधित करने में मदद करते हैं। इनसे न केवल निवेशक, बल्कि सामान्य लोग भी आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

অধ্যায় ১৫

সময় এবং মূল বিষয়বস্তু:

ঝুঁকি এবং বিপদ: কখনও কখনও আমাদের বিপদের মুখোমুখি হতে হয়, এবং এটি নিশ্চিত নয় যে আমরা সর্বদা এর থেকে পালাতে পারব। যেমন, যদি আপনি কিছু নতুন করার চেষ্টা করেন, তাহলে এতে ঝুঁকি থাকতে পারে। তবে কিছু মানুষের কাছে সামান্য উদ্বেগও নেই, এবং কিছু মানুষের কাছে খুব বেশি।

অনিশ্চয়তা: অনিশ্চয়তা মানে হল আমরা পুরোপুরি জানি না কিছু বিষয় কিভাবে হবে। যেমন, যদি আপনি আপনার বন্ধুকে দুঃখিত করেন, তাহলে আপনি জানবেন না সে কি করবে।

সময় এবং টাকা সম্পর্ক: এটি সত্য যে "সময় হল টাকা"। এর মানে হল, যদি আপনি সময়মতো কাজ না করেন, তাহলে আপনাকে বেশি টাকা খরচ করতে হতে পারে। যেমন, যদি আপনি একটি বাড়ি তৈরি করেন এবং কাজ করতে দেরি করেন, তাহলে আপনাকে বেশি টাকা দিতে হতে পারে।

সরকারি হস্তক্ষেপ: কখনও কখনও সরকার কিছু সিদ্ধান্ত নেয়, যেমন, বয়স বাড়ানো, যা মানুষের টাকার সাথে যুক্ত সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে।

বিবাদ এবং দেরি: যখন মানুষের মধ্যে সমঝোতা হয় না, তখন কাজ করতে দেরি হতে পারে এবং এর ফলে বেশি টাকা লাগতে পারে।

আর্থিক সামঞ্জস্য: অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য মানে হল সময়ের সাথে সাথে বিষয়গুলো পরিবর্তিত হয়। সরকার কখনও কখনও আজকের সুবিধা দেওয়ার জন্য ভবিষ্যতে সমস্যা সৃষ্টি করে।

সময়ের সাথে ঝুঁকি: সময়ের সাথে ঝুঁকি আসে। যদি আমরা দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেই, তাহলে আমরা ঝুঁকি কমাতে পারি।

সময় এবং রাজনীতিতে পার্থক্য: রাজনীতিতে প্রায়ই তাত্ক্ষণিক লাভের জন্য ভবিষ্যতের সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করা হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রভাবগুলোর দিকে নজর দেওয়া হয়।

সময় এবং পূর্বানুমান: মানুষ ভবিষ্যতের সম্পর্কে পূর্বানুমান করে, কিন্তু কখনও কখনও নীতির পরিবর্তনগুলি অপ্রত্যাশিত ফলাফল সৃষ্টি করে।

অধ্যায় ১৬

জাতীয় উৎপাদন

অর্থনৈতিক সফলতা বুঝতে আমাদের সাধারণ জ্ঞান এবং পরিসংখ্যান উভয়েরই প্রয়োজন। যেমন, আমরা জানি কিছু জিনিসের দাম পরিবর্তিত হয়, ঠিক তেমনই পুরো অর্থনীতির পরিস্থিতিও পরিবর্তিত হতে পারে।

উদাহরণ: ১৯২৯ সালে আমেরিকায় একটি বড় ধরনের স্টক মার্কেট ধস হয়। এর ফলে টাকা সরবরাহ এক তৃতীয়াংশ কমে যায়। এর মানে হল আগে মতো পণ্য বিক্রি করা এবং মানুষকে কাজে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ১৯৩৩ সালের মধ্যে দেশটির উৎপাদন ২৫% কমে যায় এবং বেকারত্বের হার ৩% থেকে ২৫% হয়ে যায়। এটি ছিল আমেরিকার সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক সংকট এবং এর প্রভাব পুরো পৃথিবীতে পড়েছিল।

সংগঠনগত ভুল:

যখন আমরা জাতীয় অর্থনীতি নিয়ে ভাবি, তখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে একটি অংশের জন্য প্রযোজ্য বিষয়গুলি সবসময় পুরো বিষয়ে প্রযোজ্য নয়। যেমন, ১৯৯০-এর দশকে কিছু আমেরিকান কোম্পানিতে বেকারত্বের সমস্যা ছিল, কিন্তু পুরো অর্থনীতিতে বেকারত্বের হার কম ছিল এবং চাকরির সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণ ছিল।

উৎপাদন এবং চাহিদা:

আমাদের অর্থনীতিতে মোট উৎপাদন এবং আয় বুঝতে খুবই জরুরি। এটি বুঝতে হলে আমাদের সরকারী নীতিগুলি এবং মানুষের খরচের অভ্যাসের দিকে নজর দিতে হবে। যখন মানুষ তাদের আয় খরচ করেনি বা বিনিয়োগ করেনি, তখন এর ফলে মোট চাহিদা কমে যায় এবং উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কমে যায়।

জাতীয় উৎপাদন মাপা:

জাতীয় উৎপাদন মাপার অনেক উপায় রয়েছে। সবচেয়ে সাধারণ উপায় হল 'গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট' (GDP), যা একটি দেশে তৈরি সমস্ত জিনিসের মাপ। একটি পুরানো উপায় হল 'গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট' (GNP), যা দেশের মানুষ দ্বারা কোথায় উৎপাদিত জিনিসের মাপ। উভয় পদ্ধতি সঠিক এবং সাধারণ মানুষকে এর পার্থক্য নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

আউটপুটের পরিবর্তিত গঠন:

সময়ের সাথে সাথে পণ্য এবং সেবা পরিবর্তিত হয়। যেমন, ১৯৫০-এর দশকের গাড়িগুলিতে ২০০০-এর দশকের গাড়ির মতো এয়ার কন্ডিশনিং এবং সিট বেল্ট ছিল না। তেমনি, ১৯৮৩ এবং ২০০০ সালের মধ্যে আমেরিকান বাড়ির আকার বেড়েছে। সময়ের সাথে সাথে পণ্যের গুণগত মানের পরিবর্তনের কারণে তুলনা করা কঠিন হতে পারে।

আন্তর্জাতিক তুলনা:

যখন আমরা বিভিন্ন দেশের উৎপাদনের তুলনা করি, যেমন একটি ক্যারিবিয়ান দেশের উৎপাদন যা মূলত কলা নির্ভর এবং একটি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশের উৎপাদন যা শিল্প পণ্যে ভিত্তি করে, তখন তুলনা করা কঠিন হয়ে পড়ে। এছাড়াও, সরকারি এবং বেসরকারি খাতের উৎপাদনের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

পরিসংখ্যানগত প্রবণতা:

জাতীয় উৎপাদনের তুলনা করার সময় কোন বছরের ভিত্তি বছর হিসেবে নির্বাচিত হচ্ছে তা গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, আমেরিকান অর্থনীতির বৃদ্ধির হার সম্পর্কে অনেক রিপোর্ট এই ভিত্তির উপর নির্ভর করে যে কোন বছরটি নির্বাচিত হয়েছে।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো:

অনেক অর্থনৈতিক কার্যকলাপ "সরকারি পরিসংখ্যান" এ অন্তর্ভুক্ত হয় না, যেমন বাড়ির কাজ। এর ফলে পরিসংখ্যানগত প্রবণতাগুলি প্রকৃত বৃদ্ধিকে সঠিকভাবে মাপতে পারে না।

অধ্যায় ১৭

পয়সা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা

ব্যাংকিং ব্যবস্থা এবং পয়সার গুরুত্ব

পয়সার ভূমিকা:
পয়সা শুধু একটি জিনিস নয়, এটি ব্যবসা এবং বিনিময়কে সহজ করে। আগে মানুষ জিনিসের বিনিময় করত, যা বার্টার সিস্টেম বলে। কিন্তু এই পদ্ধতি কঠিন ছিল, তাই মানুষ সমুদ্রের শেলের, সোনার, কাগজের নোট এবং অন্যান্য জিনিসের ব্যবহার শুরু করল। পয়সার সাহায্যে ব্যবসা করা সহজ হয়। কিন্তু যদি মানুষ কোনো পয়সাকে গ্রহণ না করে, তাহলে সেই পয়সা অকেজো হয়ে যায়। যেমন ১৭৯০-এর দশকে ফ্রান্সে মানুষ পয়সাকে স্বীকৃতি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল।

মুদ্রাস্ফীতি:
মুদ্রাস্ফীতি মানে হল দাম বাড়া। যখন বেশি পয়সা ছাপা হয় এবং উৎপাদন বাড়ে না, তখন দাম বেড়ে যায়। ইতিহাসে অনেকবার মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, যেমন আলেকজান্ডারের সময় এবং স্পেনের সোনার খোঁজের পরে। আজও মুদ্রাস্ফীতির সমস্যা রয়েছে, যেখানে সরকাররা বেশি পয়সা ছাপাচ্ছে, ফলে মুদ্রার মূল্য কমে যাচ্ছে।

সোনা এবং মুদ্রাস্ফীতি:
সোনা অনেক দেশে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হয়েছে কারণ এর পরিমাণ সীমিত থাকে। যখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, মানুষ তাদের সম্পদ সোনায় বিনিয়োগ করে কারণ সোনার মূল্য স্থিতিশীল থাকে। যখন মুদ্রাস্ফীতি কম হয়, তখন মানুষ সোনার পরিবর্তে অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্পদের দিকে নজর দেয়।

ডিফ্লেশন:
ডিফ্লেশন হল মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত সমস্যা। যখন দাম কমে, তাকে ডিফ্লেশন বলে। ১৮৭৩ থেকে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত ব্রিটেন এবং আমেরিকায় দাম কমে যায়। এই সময় উৎপাদন বাড়ছিল কিন্তু সোনার সরবরাহ ততটা বাড়েনি। এর ফলে কৃষকদের জন্য সমস্যা তৈরি হয়েছিল, কারণ তাদের কৃষি পণ্যের দাম দ্রুত কমে যাচ্ছিল, অন্য পণ্যের দাম তেমন কমেনি।

১৯৩০-এর দশকে আমেরিকায় ডিফ্লেশন গুরুতর সমস্যা তৈরি করেছিল। ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমকে মুদ্রার সরবরাহে পরিবর্তন করার জন্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল, কিন্তু এর নীতিগুলি জটিল ছিল।

ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং:
পয়সার সরবরাহ বাড়ানোর জন্য, ব্যাংকগুলি একটি নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল, যার নাম ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং। এতে ব্যাংকগুলি সোনার বদলে পয়সা দেয় এবং বাকি পয়সা ঋণ হিসেবে দেয়। কিন্তু যখন অনেক মানুষ একসাথে তাদের পয়সা তুলতে যায়, তখন ব্যাংকের কাছে যথেষ্ট নগদ থাকে না, যার ফলে ব্যাংক ভেঙে যেতে পারে।

এই ঝুঁকি থেকে বাঁচতে, ১৯৩০-এর দশকে আমেরিকান সরকার Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) প্রতিষ্ঠা করে, যা ব্যাংক ভাঙনের ক্ষেত্রে জমাকারীদের অর্থের গ্যারান্টি দেয়। Federal Reserve Systemও পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং ব্যাংকগুলিকে রিজার্ভ রাখতে নির্দেশ দেয়।

প্রতিটি দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা আলাদা বৈশিষ্ট্য রাখে। যেমন, প্রাক্তন-কমিউনিস্ট দেশগুলিতে ব্যাংকগুলি ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হয়, যখন ভারত ও চীনে সরকারি ব্যাংকগুলির কারণে বেসরকারি ব্যাংকগুলির কার্যকলাপ প্রভাবিত হয়।

সারসংক্ষেপ:
ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার দুই গুরুত্বপূর্ণ দিকের ভিত্তি স্থাপন করেছে: সীমিত রিজার্ভের সঙ্গে ব্যাংকিং এবং পয়সার সরবরাহে বৃদ্ধি। সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই সিস্টেমগুলি নিয়ন্ত্রণ করে এবং ব্যাংকিং সংকট থেকে রক্ষা পেতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রদান করে।

অধ্যায় ১৮

সরকারি কাজ **(GOVERNMENT FUNCTIONS)**

পয়সা এবং সরকার**:**
পয়সার কাজ শুধু কেনাকাটা করা নয়। পয়সার সাহায্যে আমরা ব্যবসা করতে পারি, জিনিস বিক্রি এবং কিনতে পারি। কিন্তু পয়সা ব্যবহারের জন্য আমাদের কিছু নিয়ম এবং আইন প্রয়োজন হয়। সরকার এই নিয়মগুলি তৈরি করে এবং প্রয়োগ করে, যাতে সবাই সঠিকভাবে লেনদেন করতে পারে। সঙ্গে সঙ্গে, সরকার করও সংগ্রহ করে যাতে সে তার কাজ করতে পারে এবং দেশের উন্নতি করতে পারে।

সরকারের ভূমিকা**:**
সরকারের অনেক দায়িত্ব থাকে:

- আইন এবং শৃঙ্খলা**:** সরকার আইন তৈরি করে এবং তাদের পালন করায়। এতে মানুষের জানা থাকে কি সঠিক এবং কি ভুল। যেমন, সড়কে গাড়ি চালানোর সময় আমাদের নিয়ম মেনে চলতে হয়, না হলে দুর্ঘটনা হতে পারে। যদি সরকার নিয়ম না তৈরি করত, তবে সড়কে অনেক দুর্ঘটনা ঘটত।
- মালিকানা অধিকার**:** যখন কারোর কাছে কোনো জিনিস থাকে, যেমন একটি বাড়ি বা ক্ষেত, তখন সে তার মালিক হয়। এই অধিকার তাকে এটি ঠিক করার অনুমতি দেয় যে তার জিনিসের কি করা হবে। যদি কেউ তার ক্ষেতের ফসল বিক্রি করতে চায়, তাহলে সে তা বিক্রি করতে পারে। কিন্তু যদি এই অধিকার না থাকে, তাহলে মানুষ তাদের জিনিসের যত্ন নেবে না।
- বহিরাগত খরচ এবং লাভ**:** কখনও কখনও ব্যবসার ক্ষতি এবং লাভ সরাসরি বাজারে দেখা যায় না। যেমন, যদি একটি কারখানা থেকে ধোঁয়া বের হয় এবং এটি আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে, তবে এই খরচ বাজারে দেখা যায় না। তাই, সরকারকে এমন ক্ষেত্রে নিয়ম তৈরি করতে হয় যাতে সবার উপকার হয় এবং ক্ষতি কম হয়।

সরকার এবং সমাজ**:**
সরকারের কাজ শুধু আইন তৈরি করা নয়। সে দেখতে পায় যে সমাজে সবাইকে সঠিকভাবে জীবনযাপন করার সুযোগ মেলে। সরকার এমন পরিকল্পনা তৈরি করে যাতে মানুষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সুরক্ষা পায়।

সরকার ছাড়া, মানুষকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতে পারে। যেমন, যদি সড়কে কোনো নিয়ম না থাকে, তাহলে দুর্ঘটনা বাড়তে পারে। তাই, সরকারের কাজ হলো সঠিক নিয়ম তৈরি করা এবং তাদের পালন করানো, যাতে সবার একটি নিরাপদ এবং ভালো জীবন নিশ্চিত হয়।

অধ্যায় ১৯

সরকারি অর্থ **(GOVERNMENT FINANCE)**

এই পাঠে অর্থনীতি এবং সরকারি অর্থনৈতিক কাজের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কিছু প্রধান পয়েন্টের সংক্ষিপ্ত সারাংশ দেওয়া হলো:

সরকারি ব্যয় এবং কর**:**
সরকার বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে, যেমন কর, বন্ড বিক্রি, এবং সেবার জন্য ফি। আধুনিক সমাজে, সরকার জাতীয় উৎপাদনের একটি অংশ অর্থ হিসাবে নিয়ে থাকে এবং এটি অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর প্রভাব ফেলে।

বিভিন্ন প্রকারের সরকারি ব্যয়**:**
কিছু ব্যয় বর্তমান বছরের জন্য হয়, যেমন বেতন, বিদ্যুৎ, এবং সরবরাহের খরচ।
অন্য ব্যয় বর্তমান এবং ভবিষ্যতে ব্যবহৃত জিনিসগুলির জন্য হয়, যেমন হাইওয়ে, সেতু, এবং জলবিদ্যুৎ বাঁধ।

করগুলোর প্রভাব**:**
করগুলোর বোঝা শেষমেশ তাদের উপর পড়ে যারা সবচেয়ে কম কর থেকে বাঁচতে পারে।
কর আদায়ের ঘটনা বলে না কে প্রকৃতপক্ষে করের বোঝা বহন করছে; এটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং বিকল্পের উপর নির্ভর করে।

সরকারি ব্যয়ের প্রভাব**:**
সরকারি ব্যয় এবং করের রাজস্বের প্রভাব অর্থনীতির উপর পড়ে, যেমন মন্দার সময় ব্যয় বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধির সময় ব্যয় হ্রাস।
"স্বয়ংক্রিয় স্থিতিশীলকারী" হিসেবে, সরকারি ব্যয় এবং করের রাজস্ব অর্থনীতির ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

সরকারি অর্থনৈতিক কাজের অর্থনৈতিক প্রভাব**:**
সরকারি অর্থনৈতিক কাজের মাধ্যমে সম্পদের বরাদ্দ এবং অর্থনীতির দক্ষতা প্রভাবিত হয়।
কর এবং সরকারি ব্যয়ের প্রভাব বৈশ্বিক স্তরে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এইভাবে, সরকারি ব্যয় এবং করের অর্থনৈতিক প্রভাবের জটিলতা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এগুলি শুধু আর্থিক ব্যবস্থাগুলিকেই প্রভাবিত করে না, বরং বৃহত্তর অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং উন্নয়নের উপরও প্রভাব ফেলে।

অধ্যায় ২০

জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ সমস্যা **(SPECIAL PROBLEMS IN THE NATIONAL ECONOMY)**

এই পাঠের সারাংশ নিচের পয়েন্টগুলিতে দেওয়া হলো:

জনপ্রিয়তা বনাম তথ্য**:**
সরকারি নীতি তৈরির ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা প্রায়শই তথ্য এবং অর্থনৈতিক বাস্তবতাকে হারিয়ে দেয়, কারণ নির্বাচনী সুবিধার জন্য তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যা দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রভাবগুলোকে উপেক্ষা করতে পারে।

আর্থিক ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের পার্থক্য**:**
রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি সাধারণত নির্বাচনী সুবিধা এবং ভোটার সমর্থনের কথা মাথায় রেখে নেওয়া হয়, যখন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত বাজারের চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতে হয়। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়া প্রায়শই 'প্যাকেজ ডিল' হয়, যেখানে একটি প্রার্থীর সম্পূর্ণ নীতিগুলি গ্রহণ বা বাতিল করতে হয়।

ভোট ও ভোক্তা পছন্দ**:**
নির্বাচনের দিনে ভোটারদের কেবল একটি ভোট থাকে, কিন্তু ভোক্তাদের বাজারে তাদের পছন্দ অনুযায়ী অনেক বিকল্প থাকে। ভোক্তাদের অব্যাহত সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা থাকে, কিন্তু রাজনীতিতে নির্বাচনের পরে সিদ্ধান্তগুলি স্থায়ী হতে পারে।

সরকারি সিদ্ধান্ত এবং প্রণোদনা**:**
সরকারি কর্মকর্তারা প্রায়শই বিশেষ শিল্প বা গোষ্ঠীর সুরক্ষা করেন, যা ভোট বা আর্থিক সমর্থন পাওয়ার জন্য করা হয়। এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা প্রভাবিত হতে পারে, যেমন ভারতে সরকারি খাতের বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দ্বিধা।

মৌলিক নীতি এবং স্বাধীনতা**:**
আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেম মুদ্রাস্ফীতির মোকাবেলায় অনেক নীতি প্রয়োগের চেষ্টা করেছে, কিন্তু এই প্রক্রিয়া চ্যালেঞ্জ এবং সমালোচনায় ভরা। মৌলিক নীতিগুলির বাস্তবায়ন প্রায়শই পূর্বানুমানিত ফলাফলের থেকে ভিন্ন হয়।

সরকারি দায়িত্ব**:**
সরকারের বর্তমান ব্যয়ের পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন আইনি দায়িত্ব থাকে, যেমন বেকারত্ব ক্ষতিপূরণ এবং সরকারি বন্ড। এই দায়িত্বগুলি পূর্বানুমান করা কঠিন হতে পারে এবং ভবিষ্যতের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর প্রভাব ফেলতে পারে।

বাজার ব্যর্থতা এবং সরকারি ব্যর্থতা:
বাজার ব্যর্থতা (যেমন বাইরের খরচ এবং লাভ) এর তুলনায় সরকারি ব্যর্থতা পরীক্ষার প্রয়োজন। সরকারি উদ্যোগগুলি প্রায়শই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রণোদনার অধীনে কাজ করে, যা বাজারের প্রণোদনার থেকে ভিন্ন এবং কখনও কখনও ব্যর্থতার কারণ হতে পারে।

এই পাঠটি সরকারি এবং বাজার সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে ভারসাম্য তৈরির জটিলতাগুলি তুলে ধরে এবং দেখায় কিভাবে বিভিন্ন প্রণোদনা ও বাধা উভয় ক্ষেত্রের ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে।

অধ্যায় ২১

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য **(INTERNATIONAL TRADE)**

এই লেখায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিভিন্ন দিক, তার প্রভাব, এবং বাণিজ্যের বিষয়ে কিছু ভুল ধারণার উপর আলোচনা করা হয়েছে। লেখার মূল পয়েন্টগুলো নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

বাস্তবতা এবং ভুল ধারণা:
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্পর্কে সাধারণ ভুল ধারণা রয়েছে, যেমন একটি দেশের সাফল্য মানে অন্য দেশের ব্যর্থতা। তবে বাস্তবতা হলো, বাণিজ্যের লাভ সকল পক্ষের জন্য হয় এবং এটি একটি শূন্য-যোগ খেলা নয়।

NAFTA এর প্রভাব:
NAFTA (উত্তর আমেরিকার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি) কার্যকর হওয়ার পর ধারণা ছিল যে মেক্সিকোর কম মজুরি দর কারণে আমেরিকার চাকরিগুলি সেখানে চলে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, আমেরিকা এবং মেক্সিকো উভয় দেশেই চাকরির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বেকারত্বের হার কমেছে।

বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধি:
যখন দেশগুলি বেশি সমৃদ্ধ হয়, তাদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে এবং এর ফলে বেশি চাকরির সৃষ্টি হয়। সমৃদ্ধির লাভ সকল দেশের জন্য হয় এবং এই প্রক্রিয়ায় চাকরি বৃদ্ধি পায়।

স্কেল ইকনমি:
কিছু পণ্যের খরচ কমাতে বড় পরিমাণে উৎপাদনের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি গাড়ি উৎপাদনের জন্য বড় পরিমাণে নির্মাণ দরকার, এবং ছোট দেশগুলোর পক্ষে এটি সম্ভব নয়।

আয়াত এবং রফতানি:
আয়াতে নিষেধাজ্ঞা এবং আয়াতের তুলনায় রফতানিকে ভালো মনে করা একটি পুরানো ধারণা। বাস্তবে, একটি দেশের সত্যিকারের সম্পদ তার পণ্য এবং সেবার থেকে আসে, না যে তার সোনার মজুত থেকে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা:
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দেশগুলোকে স্কেল ইকনমিতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে, যা দেশীয় বাজারের মধ্যে সম্ভব নয়। ছোট দেশগুলোও বড় দেশগুলোর কাছ থেকে কম দামে পণ্য পেতে পারে।

বিবাদী বিষয়:
কখনও কখনও কিছু দেশ বা শিল্প তাদের প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচার জন্য বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে, যার ফলে স্থানীয় উৎপাদক এবং ভোক্তাদের ক্ষতি হয়। ভারতের খেলনা শিল্প এর একটি উদাহরণ।

এই লেখাটি পরিষ্কারভাবে দেখায় যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য শুধু অর্থনৈতিক লাভ এবং উন্নতির মাধ্যম নয়, বরং এটি বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা এবং সমৃদ্ধির জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

অধ্যায় ২২

আন্তর্জাতিক ধন স্থানান্তর **(INTERNATIONAL TRANSFERS OF WEALTH)**

এই পাঠে আর্থিক শিল্প, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ, রেমিটেন্স এবং মুদ্রা ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর মূল পয়েন্টগুলো নিচে সংক্ষেপে দেওয়া হলো:

আর্থিক শিল্প এবং বৈশ্বিক ধনের স্থানান্তর:
আরথিক শিল্পের পণ্য, অর্থ, অত্যন্ত পোর্টেবল এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক ধন স্থানান্তরে সরাসরি বিনিয়োগ, বিদেশী ব্যাংকে জমা এবং সরকারি বন্ড অন্তর্ভুক্ত।
২০১২ সালে, বিদেশে রেমিটেন্সের মোট মূল্য ছিল ৪১০ বিলিয়ন ডলার, যা দরিদ্র দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে।

আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ:
আদর্শভাবে, পুঁজির প্রবাহ ধনী দেশগুলো থেকে দরিদ্র দেশগুলোর দিকে হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে এটি কম ঘটে।
পুঁজির প্রবাহ ধনী দেশগুলোর দিকে বেশি থাকে কারণ দরিদ্র দেশে বিনিয়োগের ঝুঁকি বেশি, যেমন অস্থিতিশীল সরকার এবং দুর্নীতি।

রেমিটেন্স এবং মানব পুঁজি:
প্রবাসীরা তাদের পরিবারের সমর্থনের জন্য তাদের জন্মভূমিতে রেমিটেন্স পাঠায়।
রেমিটেন্স দরিদ্র দেশে বাইরের অর্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস এবং এর অর্থনৈতিক প্রভাব ইতিবাচক হয়।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থা:
স্থিতিশীল মুদ্রাগুলি আন্তর্জাতিক লেনদেনকে সহজ করে। সোনালী মানদণ্ডের সময় মুদ্রাগুলি সোনার স্থির মূল্যের সাথে যুক্ত ছিল, যা স্থিরতা দেয়।
সোনালী মানদণ্ডের সমাপ্তির পর বিভিন্ন প্রচেষ্টা করা হয়েছে, যেমন ডলারের স্থিরতা বজায় রাখা এবং ইউরোর মতো স্থিতিশীল মুদ্রার সৃষ্টি।

এই বিষয়বস্তু আর্থিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর গভীরে গিয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি বোঝার সুযোগ দেয়।

অধ্যায় ২৩

আন্তর্জাতিক অসমতা **(INTERNATIONAL DISPARITIES IN WEALTH)**

এই পাঠে বিশ্বজুড়ে অর্থনৈতিক অসমতার, ভৌগলিক কারণে এবং সাংস্কৃতিক উন্নতির প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এটি ব্যাখ্যা করে যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আয় এবং ধনের পার্থক্য কেন হয় এবং এই অসমতাগুলি কিভাবে সাংস্কৃতিক এবং ভৌগলিক কারণে প্রভাবিত হয়।

আন্তর্জাতিক অসমতাসমূহ

আয় এবং ধনের অসমতা:
বিশ্বজুড়ে আয় এবং ধনের অসমতা আমাদের সমাজের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। উদাহরণস্বরূপ, 19 শতকের চারটি বাল্কান দেশের মাথাপিছু গড় আয় পশ্চিম ইউরোপীয় শিল্প দেশের আয়ের এক চতুর্থাংশের সমান ছিল। দুই শতাব্দী পরেও, পশ্চিম ইউরোপ এবং বাল্কান ও পূর্ব ইউরোপের দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ফারাক রয়ে গেছে।

ভৌগলিক কারণ:

- মাটির উর্বরতা: বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মাটির উর্বরতা অসম। যেমন, আমেরিকা এবং ইউরেশিয়ার ভূমি বড় বড় উর্বর মাটির জন্য পরিচিত, কিন্তু উপ-সাহারার আফ্রিকায় মাটির গুণমান কম, যা ফসল উৎপাদনকে প্রভাবিত করে।
- মৌসুমি এবং জলবায়ু কারণ: বৃষ্টির পরিমাণ এবং বন্টনও ভিন্ন। পশ্চিম ইউরোপে বৃষ্টি সমানভাবে পড়ে, কিন্তু উপ-সাহারা আফ্রিকায় দীর্ঘ শুকনো সময়ের পরে প্রচুর বৃষ্টি হয়, যা মাটির ক্ষয় করে।

সাংস্কৃতিক উন্নতি:

- ভাষা এবং শিক্ষা: সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং ভাষার প্রাপ্যতা অর্থনৈতিক অসমতাকে প্রভাবিত করে। 19 শতকে, বিভিন্ন অঞ্চলে জার্মান ভাষায় শিক্ষা এবং জ্ঞানের প্রাপ্যতা বেশি ছিল, যা সেই সময়ের মানুষদের জন্য ভালো শিক্ষাগত এবং বৈজ্ঞানিক সম্পদের অ্যাক্সেস তৈরি করেছিল।

এই পাঠে দেখানো হয়েছে যে অর্থনৈতিক অসমতার পিছনে অনেক কারণ থাকতে পারে, যার মধ্যে ভৌগলিক অবস্থান, সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট অন্তর্ভুক্ত। এই কারণগুলির জটিল সংমিশ্রণ বোঝায় কেন বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার এবং স্তর এত ভিন্ন।

অধ্যায় ২৪

বাজারের সম্পর্কে মিথ **(MYTHS ABOUT MARKETS)**

বাজার এবং দাম সম্পর্কে কিছু তথ্য:
কখনও কখনও, মানুষ মনে করে যে বাজার কেবল একটি জিনিস, কিন্তু আসলে বাজার হলো মানুষের একটি গ্রুপ, যারা একে অপরের সাথে পণ্য এবং সেবার লেনদেন করে। এর মানে হলো, বাজার কেবল একটি বিমূর্ত কাঠামো নয়, বরং এতে কাজ করা মানুষ রয়েছে।

মূল্য এবং দাম:
দামের সম্পর্কে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। একটি সাধারণ ভুল ধারণা হলো, মানুষ মনে করে যে দাম শুধু ব্যক্তিগত লাভের জন্য বাড়ানো হয়। কিন্তু আসলে, দাম নির্ধারণ করে কোন পণ্যের উৎপাদন হবে এবং কিভাবে তা বিতরণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি দাম খুব বেশি হয়, তাহলে মানুষ কম কিনবে এবং কোম্পানিগুলো উৎপাদন কমিয়ে দেবে।

ব্র্যান্ড নাম:
ব্র্যান্ড নাম যেমন "কোকা-কোলা" বা "নাইকী" আমাদের জানান দেয় যে একটি পণ্যের প্রস্তুতকারক কে। যদি আমাদের ব্র্যান্ড নাম জানা থাকে, তাহলে আমরা সেই পণ্যের গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন অনুভব করি না। ব্র্যান্ড নাম কোম্পানিগুলোকে তাদের পণ্যের মান ভালো রাখার জন্য উৎসাহিত করে।

উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি রাস্তার পাশে একটি নতুন হোটেল দেখেন, তাহলে হোটেলের নাম দেখে আপনি বলতে পারবেন না সেখানে খাবার বা সেবা কেমন। কিন্তু যদি হোটেলের নাম "হিল্টন" বা "হায়াত" হয়, তাহলে এর গুণমান সম্পর্কে আপনার চিন্তা কম থাকে কারণ এই ব্র্যান্ড নামগুলো ভালোভাবে পরিচিত।

ব্র্যান্ড নামের মানে শুধু এটা নয় যে তারা পণ্যকে দামি করে তোলে, বরং তারা মানুষকে নিশ্চিত করে যে তাদের পণ্য ভালো হবে। তাই, যদি আপনি কোনো জিনিসের গুণমান সম্পর্কে জানেন না, তাহলে ব্র্যান্ড নাম একটি ভালো সংকেত হতে পারে।

অধ্যায় ২৫

"অর্থনীতির বাইরে" মূল্য (NON-ECONOMIC VALUES)

যখন মানুষ বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলে, তখন সবসময় সতর্ক থাকতে হবে। নৈতিকতা নিয়ে কথা বলা সহজ, কিন্তু সত্যের মুখোমুখি হওয়া কঠিন।

অর্থনীতি এমন একটি বিষয় যা আমাদের দেখায় কিভাবে টাকা এবং সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায়। কিন্তু, মাঝে মাঝে এটি কিছু জিনিসকে খারাপ দেখাতে পারে, যা আসলে খুব ভালো। যখন মানুষ মনে করে তাদের বিশেষ ধারণা ভুল, তখন তারা বলেই বসে যে "অর্থনীতি ভালো জিনিসগুলো দেখে না, যেমন প্রেম এবং দয়া।"

সত্য হলো, অর্থনীতি কেবল টাকার ব্যাপারে নয়। এটি শুধু নির্দেশ করে কিভাবে টাকাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়। অনেক মানুষ, যাদের কাছে টাকা আছে, তারা সেই টাকা অন্যদের সাহায্য করতে ব্যবহার করে।

উদাহরণস্বরূপ, আমেরিকায় অনেক মানুষ তাদের টাকায় স্কুল, হাসপাতাল এবং লাইব্রেরি তৈরি করেছেন যাতে অন্যদের সাহায্য হয়। বিল গেটস তার টাকার অনেকটা দান করেছেন, এবং অনেক অন্যান্য মানুষও এভাবে করেছেন।

যখন মানুষ বাজারের কথা বলে, তখন এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা বুঝি কিভাবে টাকার সঠিক ব্যবহার করা উচিত। যখন কেউ বলে যে আমাদের ঐতিহাসিক ভবনগুলো রক্ষা করতে হবে বা গরিব শিশুদের সাহায্য করতে হবে, তখন আমাদের ভাবতে হবে কিভাবে আমরা টাকার সঠিক ব্যবহার করব।

সত্য হলো, যখন আমাদের কোনো নির্বাচন করতে হয়, তখন আমাদের বুঝতে হবে যে প্রতিটি বিষয়ের একটি মূল্য আছে। আমাদের আমাদের টাকা এবং সময় সঠিকভাবে ব্যবহার করা উচিত যাতে আমরা অনেক মানুষের সাহায্য করতে পারি।

অধ্যায় ২৬

অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস (THE HISTORY OF ECONOMICS)

আপনি অর্থশাস্ত্রের বিকাশ এবং তার বিভিন্ন ধারার সম্পর্কে বিস্তারিত এবং তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এই আলোচনা বিভিন্ন অর্থনৈতিক ধারণা, তাদের ইতিহাস এবং তাদের অবদান নিয়ে, যা অর্থশাস্ত্রের পড়াশোনা বুঝতে সাহায্য করে।

অর্থশাস্ত্রের ইতিহাস এবং বিকাশ

প্রাথমিক ধারণা**:**

- সক্রেটিস এবং জেনোফন**:** প্রাচীন এথেন্সে অর্থনৈতিক নীতির বিশ্লেষণ।
- থমাস অ্যাকুইনাস**:** মধ্যযুগের ধর্মীয় ধারণাগুলির অর্থনৈতিক দিক এবং তাদের ব্যতিক্রম।

মার্কেন্টিলিস্ট **(**১৬ তম থেকে ১৮ তম শতাব্দী**):**

- ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রগুলোকে আমদানি থেকে বেশি রপ্তানি করতে এবং সোনার প্রবাহ বাড়াতে নীতির সমর্থন করেন।
- থমাস মুনের "ইংল্যান্ডস ট্রেজার বাই ফরেন ট্রেড" বিদেশী ব্যবসার লাভের ওপর জোর দেয়।

সীমান্তবাদী বিপ্লব **(**১৯ তম শতাব্দী**):**

- কার্ল মেঙ্গার এবং ডব্লিউ স্টেনলি জেভন্স: ব্যবহারিতা ভিত্তিক মূল্য তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।
- অ্যাডাম স্মিথ এবং উৎপাদন খরচের তুলনায় সীমান্ত ব্যবহারিতার গুরুত্ব।

অর্থশাস্ত্রের ভূমিকা**:**

- অর্থশাস্ত্রে বৈজ্ঞানিকতা নিয়ে প্রশ্ন: এটা কি একটি নিরপেক্ষ বিজ্ঞান, না কি শুধুই ধারণা এবং পক্ষপাতের একটি গ্রুপ?
- বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ এবং অর্থশাস্ত্রে ব্যক্তিগত পক্ষপাত: বিভিন্ন স্কুল এবং ধারণার মধ্যে মতবিরোধ এবং স্বীকৃত প্রক্রিয়াসমূহ।

এই লেখা অর্থশাস্ত্রের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়গুলি পরিষ্কার করে এবং দেখায় কিভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ বর্তমান অর্থনৈতিক চিন্তাকে গঠন করেছে। আপনি এই তথ্যটি ব্যবহার করে অর্থশাস্ত্রের পড়াশোনায় গভীর বোঝাপড়া এবং বিশ্লেষণ করতে পারেন। যদি আপনি কোনও বিশেষ দিক সম্পর্কে আরও তথ্য চান, তাহলে অনুগ্রহ করে জানাবেন!

অধ্যায় ২৭

শেষ চিন্তা **(PARTING THOUGHTS)**

আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে যে, কখনও কখনও আমাদের যা মনে হয়, তা সঠিক নাও হতে পারে।

একটা ভাবনা কল্পনা করো: ধরো, কোথাও রুটি এবং মাখন খুব সস্তা হয়ে গেছে, কিন্তু সেখানে শ্যাম্পেন এবং ক্যাভিয়ার (যা দামি) খুব দামী। যদি রুটি এবং মাখনের দাম খুব কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে যারা রুটি এবং মাখন তৈরি করে, তাদের কম টাকা হবে। কিন্তু যারা শ্যাম্পেন এবং ক্যাভিয়ার তৈরি করে, তারা বেশি টাকা উপার্জন করবে, কারণ তাদের পণ্য খুব বিশেষ এবং দামি।

এখন ভাবো, যদি মানুষ সবসময় রুটি এবং মাখনই খেতে চায়, তাহলে সেগুলি সস্তা কেন হবে? এর ফলে যারা এগুলো তৈরি করে, তাদের কম টাকা মিলবে। অপরদিকে, যারা শ্যাম্পেন এবং ক্যাভিয়ার তৈরি করে, তাদের বেশি টাকা পাওয়া যাবে, কারণ এই পণ্যগুলো খুব বিশেষ এবং সবাই কিনতে পারে না।

এই জন্য, কখনও কখনও আমাদের দেখতে হয়, একটি পণ্যের দাম কমানো বা বাড়ানোর ফলে পুরো ব্যবস্থায় কী প্রভাব পড়ে। শুধু একটি পণ্যের দাম কমানো, অন্য পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে, এবং এতে মানুষদের সমস্যা হতে পারে।